দৈনিক সংবাদ
তারিখ ... APR 24 1999
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের শতবর্ষ পূর্তি

মৌসুমী রায় চৌধুরী/আল মামুন

শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, ক্রীড়া ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে সমৃদ্ধ এক জেলার নাম কুমিল্লা। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক রাজধানী খ্যাত কুমিল্লায় ১৮৯৯ সালে জমিদার স্বর্গীয় রায় বাহাদুর [illegible] চন্দ্র রায়ের উদ্যোগে ও অর্থে ভারত সম্রাজ্ঞী মহারানী ভিক্টোরিয়ার নামে উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যে বিদ্যায়তনটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এ বছর অর্থাৎ ১৯৯৯ সালে তা শতবর্ষে পা রাখল। ১৮৮৬ সালে আনন্দ চন্দ্র 'রায় এন্ট্রাস স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন, পরে ১৮৮৮ সালে মহারানী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী জয়ন্তী স্মারক চিহ্নস্বরূপ এটিকে ভিক্টোরিয়া স্কুল নামকরণ করেন। এরপর এটিই ১৮৯৯ সালে ভিক্টোরিয়া কলেজ নাম ধারণ করে। কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ শুধু একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই নয়; এটি বিগত একশ' বছরে বিস্তৃত অঞ্চলে শৈক্ষিক, নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশকে প্রভাবিত করেছে; করেছে সমৃদ্ধ। শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারে, সাহিত্য-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্যের দিক হতে ভিক্টোরিয়া কলেজের সুবিশাল পরিচিতি সারাদেশেই ঈর্ষণীয়।

শতাব্দী প্রাচীন দক্ষিণ বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি জ্ঞান বিস্তারের পাশাপাশি রাজনৈতিক ধারাবাহিকতার সিঁড়ি বেয়ে '৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ ও '৯০-এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনসহ এদেশের মানুষের প্রতিটি আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে একটি নিজস্ব ইতিহাস সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকেই বেরিয়ে এসেছে বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা। এই কলেজ জন্ম দিয়েছে অনেক প্রথিতযশা কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ ও প্রকৌশলীর। আজকের বাংলাদেশের আইনমন্ত্রী আবদুল মতিন খসরু, হুইপ মুজিবুল হক মুজিব, সাংস্কৃতিক কর্মী রামেন্দু মজুমদার, সাংসদ লেঃ কর্নেল (অবঃ) আকবর হোসেন (বীর প্রতীক), মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম (বীর উত্তম), অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, অধ্যাপক খোরশেদ আলমসহ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বই এই কলেজের শিক্ষার্থী। এই কলেজে পদধূলি দিয়ে কলেজকে গৌরবান্বিত করে গেছেন (১৯২৬ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারিতে) বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কলেজ প্রাঙ্গণে সরসী তীরে বসে জাতীয় কবি কাজী নজরুল তার অনেক বিখ্যাত কবিতা লিখে গেছেন। অনেক পন্ডিত ও দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদগণ ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষের পদটি অলংকৃত করেছেন। তাদের মধ্যে অধ্যক্ষ রাধা গোবিন্দ নাথ, আখতার হামিদ খান (প্রথম মুসলিম অধ্যক্ষ), সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আবদার রশীদ, আমীর আলী চৌধুরী ও মোহাম্মদ আবু তাহের ভুঁইয়া (ভারপ্রাপ্ত) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অধ্যাপক আবু তাহের ভুঁইয়া আমাদের কাছে সাহিত্যিক তিতাশ চৌধুরী হিসেবে পরিচিত। তিনি ''কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ-এ যুগের কিংবদন্তি'' নামে একটি বই লিখেছেন। অনেকে মনে করেন কলেজের শতবর্ষ পূর্তির অনুষ্ঠানে তাকে তার এই ইতিহাস-নির্ভর ও গবেষণাধর্মী কাজের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। বর্তমানে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছেন শিক্ষাবিদ আহমেদ ফজলুল কবির।

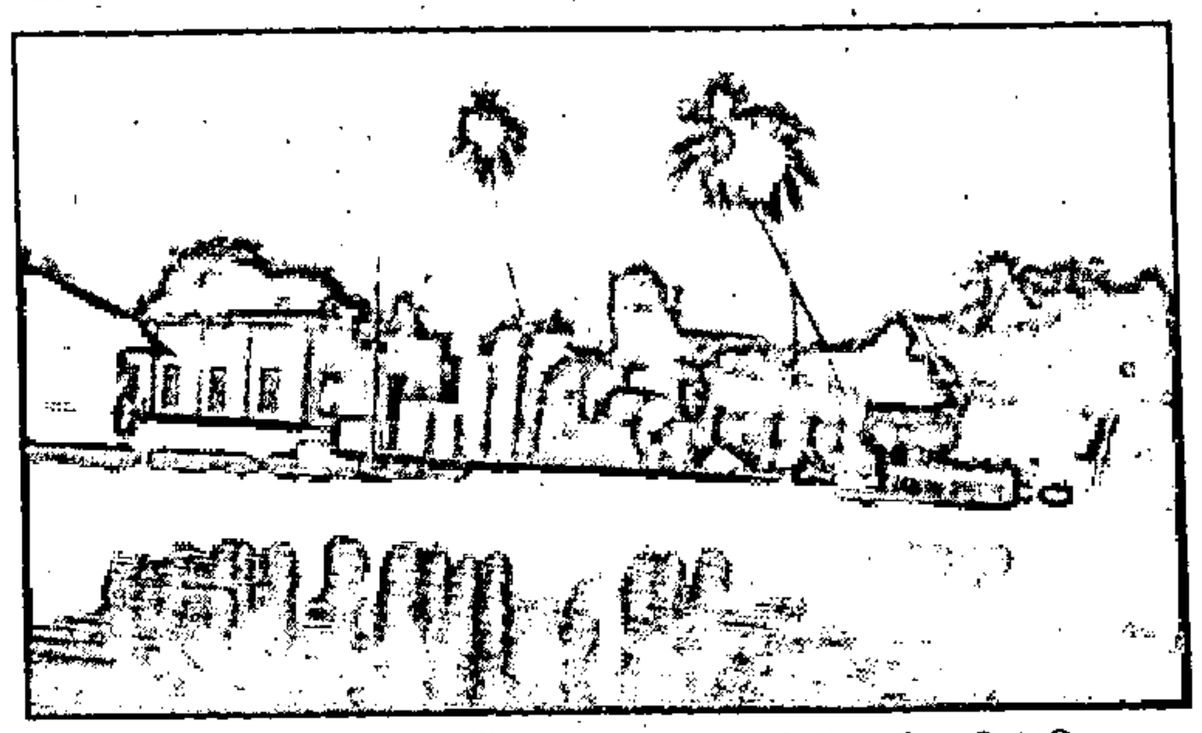

দেশ বিভক্তির পূর্বে কলকাতা ও পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ। ১৯৬২-৬৩ সালে ভিক্টোরিয়া কলেজ উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রি এ দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। কুমিল্লা শহরের প্রাণকেন্দ্র কান্দিরপাড় সংলগ্ন রানীর দিঘির পাড়ে উচ্চ মাধ্যমিক শাখা (মূল কলেজ) এবং প্রায় দেড় মাইল পশ্চিমে ধর্মপুরের এক মনোরম পরিবেশে আছে ডিগ্রি কলেজ। দু'শাখায় প্রায় ৩৫ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত এই কলেজটি ১৯৬৮ সালের ১লা মে জাতীয়করণ করা হয়। ১৯৮৪-৮৫ সালে ভিক্টোরিয়া কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের মর্যাদা লাভ করে। ১৯৫৮-১৯৬৮ পর্যন্ত এ কলেজে নাইট শিফটও চালু ছিল। সূচনালগ্নেই এই কলেজে সহ শিক্ষা ছিল না; ১৯২৯ সালে তা চালু হয়। কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু। বর্তমানে কলেজে কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য অনুষদের ১৬টি বিষয়ে অনার্স-মাস্টার্স চালু আছে। বিষয়গুলো হচ্ছে- বাংলা, ইংরেজি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সাধারণ ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সমাজকল্যাণ, সমাজ বিজ্ঞান, পদার্থ, রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, গণিত, হিসাব বিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, পরিসংখ্যান ও স্টাডিজ। উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্রদের জন্য সোহরাওয়ার্দী, রবীন্দ্রনাথ ও শেরে বাংলা নামে তিনটি ছাত্রাবাস এবং ডিগ্রি শাখার ছেলের জন্য জন্য কবি নজরুল ও মেয়েদের জন্য নওয়াব ফয়জুন্নেসা হল নামে দুটি হল রয়েছে।

পুঞ্জিভূত অনেক সমস্যা মাথায় নিয়েই ভিক্টোরিয়া কলেজ শতবর্ষে পদার্পণ করেছে। ভিক্টোরিয়া কলেজের অন্তহীন সমস্যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে প্রায় ১২ হাজার শিক্ষার্থীর প্রয়োজনের তুলনায় আবাসিক সুবিধা ও পরিবহন ব্যবস্থা নেই। শিক্ষক সংকট খুবই প্রকট, ভবন, শ্রেণীকক্ষ ও সেমিনার সমস্যা মারাত্মক। ভবন কম হওয়াতে যখনই কোন পরীক্ষা হয় তখনই কলেজ বন্ধ করে দিতে হয়। নতুন অনেক বিষয়ের কোন সেমিনারই নেই। আর যেগুলোর আছে সেগুলোতেও প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত বই নেই। ডিগ্রি শাখায় ব্যাংক ও ডাকঘর নেই, কলেজের কোন কেন্টিন নেই। ছাত্র সংসদের আলাদা ভবন, আধুনিক মিলনায়তনে, খেলাধুলার সামগ্রী, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সংকটসহ নানা সমস্যা কলেজের বিগত ১০০ বছরেও সমাধান হয়নি।

১৯৮৩ সালের অক্টোবরে কলেজের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের সংগঠন 'ওল্ড ভিক্টোরিয়াস' গঠিত হয়েছে। শহীদ স্মৃতির উদ্দেশ্যে তারা দিঘি তীরে নির্মাণ করেছে শ্বেত শুভ্র 'স্বাধীনতা সৌধ'।

ছাত্র সংসদ এবং ওল্ড ভিক্টোরিয়াস ইতোমধ্যে শতবার্ষিকী উৎসব করার জন্য পৃথক কর্মসূচি শুরু করেছে। আমরা ভিক্টোরিয়া কলেজের শতবর্ষ পূর্তির বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের সফল সমাপ্তির প্রত্যাশা রাখি।